



কর্মসংস্থান ব্যাংক

(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

“বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু”

কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগ

পরিপত্র নং : কব্যপ্রমাসবি- ০৭/২০১৮

তারিখ: ৩০.০৮.২০১৮

বিষয় : কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮

কর্মসংস্থান ব্যাংক, পরিচালনা বোর্ডের ০৯.১১.২০১০ তারিখের ১৬০ তম সভার অনুমোদনক্রমে ১২.১২.২০১০ তারিখের কব্যপ্রমাসবি-০৬/২০১০ নম্বর পরিপত্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংক, কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১০ জারী করা হয়। অতঃপর পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন সময়ে গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১০ এর কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন/পরিমার্জন/সংযোজন/বিয়োজন করা হয়। বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্তন/বিয়োজনপূর্বক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা জারীর উদ্দেশ্যে ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ২৬৫-তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাতে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ অনুমোদিত হওয়ায় ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল পরিপত্র/সাকুলার লেটার বাতিল করে নিম্নরূপভাবে পূর্ণাঙ্গ গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ জারী করা হলো :

শিরোনাম ও প্রয়োগ :

- (ক) এ নীতিমালা কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ নামে অভিহিত হবে;
(খ) এ পরিপত্র জারীর তারিখ হতে কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা কার্যকর হবে।

০১। কর্মচারীদের গ্রেড ও স্থান ভেদে সিলিং :

কর্মচারী গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী কর্মচারীদের গ্রেড ও স্থান ভেদে নিম্নরূপ সিলিং নির্ধারণ করা হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫	প্রযোজ্য সিলিং		
		সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা/ বিভাগীয় শহর/পুরনো জেলা শহর/সভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকা।	নতুন জেলা সদর/ ক্যান্টনবোর্ড	ধান/পৌরসভা এবং নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ও তদুর্ধ্ব স্কেলের কর্মচারী	৮৫.০০	৭৫.০০	৬৫.০০
০২	৩৫৫০০-৬৭০১০/- ও ২২০০০- ৫৩০৬০/- এর কর্মচারী	৮০.০০	৬৫.০০	৬০.০০
০৩	১৬০০০-৩৮৬৪০/- এর কর্মচারী	৬৫.০০	৬০.০০	৫৫.০০
০৪	১২৫০০-৩০২৩০/- ১১৩০০-২৭৩০০/- ও ১১০০০-২৬৫৯০/- এর কর্মচারী	৫৫.০০	৫০.০০	৪৩.০০
০৫	১০২০০-২৪৬৮০/- ৯৭০০-২৩৪৯০/- ৯৩০০-২২৪৯০/- ও ৯০০০-২১৮০০/- এর কর্মচারী	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০
০৬	৮৮০০-২১৩১০/- ৮৫০০-২০৫৭০/- ও ৮২৫০-২০০১০/- এর কর্মচারী	৩৫.০০	৩০.০০	২৮.০০

ম

ক

চলমান পাতা-০২

০২। সিলিং নির্ধারণ পদ্ধতি :

- (ক) একজন কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতনের সাথে তাঁর চাকুরির মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করে মূল বেতন যত টাকায় দাঁড়াবে তার উপর ভিত্তি করে পেনশন আনুতোষিক (৫০%) নির্ধারণ করতে হবে এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতির সাথে জমাতব্য টাকা ও তার সুদ যোগ করে চাকুরির মেয়াদ পূর্তির আনুমানিক স্থিতির সাথে ছুটি নগদায়ন (অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে) যোগ করে যে স্থিতি দাঁড়াবে সে স্থিতি হবে একজন কর্মচারীর সর্বোচ্চ ঋণ (এম.সি.এল) মঞ্জুরীর সীমা। উল্লেখ্য, ঋণের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত হতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই সম্ভাব্য অবসরোত্তর পাওনার চেয়ে সর্বমোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ বেশী হবে না। সকল ঋণের ক্ষেত্রে এম.সি.এল নির্ধারণ বাধ্যতামূলক;
- (খ) কোনো কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এম.সি.এল নির্ধারণকালে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি গণনার মধ্যে আসবে না। শুধুমাত্র বেতনের উপর প্রদেয় আনুতোষিকের ভিত্তিতে তার এম.সি.এল নির্ধারণ করা হবে;
- (গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এম.সি.এল নির্ধারণ করা হলে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বিপরীতে কোনো অগ্রিম প্রদান করা হবে না। কেহ অগ্রিম গ্রহণ করে থাকলে তা ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বেই পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে;
- (ঘ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি অন্তর্ভুক্তি করে কর্মচারীদের এম.সি.এল গণনা করা হলে পরবর্তীতে পদোন্নতি প্রাপ্তি এবং জাতীয় বেতন স্কেল পরিবর্তনের ফলে মূল বেতন বৃদ্ধি জনিত কারণে সম্ভাব্য আনুতোষিকের পরিমাণ প্রাপ্য ঋণ সিলিং এর সাথে সংগতি পূর্ণ হয় তবে এম.সি.এল গণনা হতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরের পূর্বে অবমুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুর করতে হবে।

০৩। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

- (১) আবেদনকারীকে ব্যাংকের স্থায়ী কর্মচারী হতে হবে এবং এ ব্যাংকে তাঁর চাকুরিকাল কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছর হতে হবে। তবে প্রারম্ভিক অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বা সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক হতে চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন পদে যোগদানকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সময়কাল চাকুরিকাল হিসেবে বিবেচিত হবে;
- (২) বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মামলায় অভিযুক্ত কোনো কর্মচারী অভিযোগ অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় ঋণ প্রাপ্যতার অযোগ্য বিবেচিত হবেন;
- (৩) স্বামী/স্ত্রী উভয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক/অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে তাঁদের মধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকে কর্মরত স্বামী/স্ত্রী অথবা উভয়ই কর্মসংস্থান ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- (৪) কোনো কর্মচারী প্রাপ্য সিলিং-এর অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) দিয়ে অন্য ০১(এক) টি জমি/বাড়ি নির্মাণ/ ফ্ল্যাট/ তৈরী বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী প্রদান করতে হবে। তবে ০২(দুই) টির বেশী জমি/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন না;
- (৫) ব্যাংকের চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/লিয়নে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না;
- (৬) একজন কর্মচারীর পি.আর.এল-এ গমনের ০১(এক) বছর পূর্ব পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকবে;
- (৭) (ক) ব্যাংকের নির্বাহীগণের (সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মচারী) ঋণ প্রাপ্তির আবেদন সরাসরি বিবেচনায় আসবে;

(খ) গ্রেড বা পদভিত্তিক বাজেট বন্টন হবে না। বছরভিত্তিক প্রাপ্ত বাজেট হতে সর্বপ্রথম নির্বাহীগণের অনুকূলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হবে। নির্বাহীদের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দের পর অবশিষ্ট বাজেট (যদি থাকে) অবশিষ্ট সকল গ্রেডের আবেদনকারী কর্মচারীদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরি করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হবে। জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরিতে যোগদানের তারিখকে ভিত্তি ধরা হবে। একাধিক কর্মচারীগণের যোগদানের তারিখ একই হলে সেক্ষেত্রে জন্ম তারিখ-কে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে। তবে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার পূর্বে নির্মাণ কাজের জন্য কেহ আংশিক ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সেক্ষেত্রে অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সিলিং-এর অবশিষ্ট ঋণ মঞ্জুরীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জমি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ সিলিং-এর কম ঋণ গ্রহণ করে থাকলে ভূমি উন্নয়নের জন্য উক্ত সিলিং-এর সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ মঞ্জুরী করা যাবে। তবে তা কোনো অবস্থাতেই জমি ক্রয়ের প্রাপ্য সিলিং এর অতিরিক্ত হবে না।





চলমান পাতা-০৩

- (৮) প্রধান কার্যালয়/আসত্ত্ব বিভাগ/অঞ্চল বদলীর ফলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হলেও যে কার্যালয় আবেদনপত্র গ্রহণ করেছে উক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সেই কার্যালয় ঋণ মঞ্জুরীপত্র বর্তমান কর্মস্থলে প্রেরণ করবে;
- (৯) এ ব্যাংক থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক/তদূর্ধ্ব পদে বদলীকৃত কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;
- (১০) কোনো কর্মচারী এ ব্যাংকের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত থাকলে তিনি এ ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;
- (১১) কোনো কর্মচারী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঋণের মাসিক কিস্তি পরিশোধের পর (বিবেচনাধীন ঋণের কিস্তিসহ) তাঁর 'টেক-হোম-পে' মূল বেতনের এক-পঞ্চমাংশের কম হলে তিনি এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। সকল ঋণের সমষ্টিগতভাবে টেক-হোম-পে বিবেচনা করতে হবে।

০৪। ঋণ মঞ্জুরী :

গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশকারী কমিটি নিম্নরূপ :

১.	মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন), কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সভাপতি
২.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইটি বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৩.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৪.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য
৫.	উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগ কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;	সদস্য-সচিব

উল্লেখ্য, কমিটির ০৫(পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে ০৩(তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

০৫। গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা :

সকল স্তরের কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা নিম্নরূপ :

- (১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদূর্ধ্ব সকল স্তরের কর্মচারী।
- (২) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)- প্রিন্সিপাল অফিসার ও তদনিম্ন সকল স্তরের কর্মচারী।

০৬। (ক) জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ :

- (১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা/বিভাগীয় শহর/পুরনো জেলা শহর/সাভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য প্রথম দফায় প্রাপ্য সিলিং এর ৫০% মঞ্জুর করা যাবে। অন্যান্য এলাকার জন্য জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের সিলিং হবে ৪০%। দ্বিতীয় দফায় নির্মাণ খাতে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে;
- (২) ব্যাংক ঋণের আওতায় বাড়ি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্য সিলিং হতে পূর্বে গৃহীত ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাবে;
- (৩) নিজস্ব উদ্যোগে ক্রয়কৃত/প্রাপ্ত জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রাপ্য সিলিং অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হলে প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা প্রথম দফায় মঞ্জুর করা যাবে। তবে এলাকা নির্বিশেষে তা প্রাপ্য সিলিংয়ের ৪০% এর অধিক হবে না। পরবর্তী দফায় সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্য অবশিষ্ট সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে। এছাড়া নির্মাণ উপযোগী জমিতে নির্মাণ কাজ করার জন্য প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে;
- (৪) প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মধ্য হতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা অনুযায়ী কর্মচারীগণের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

(খ) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় :

- (১) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় বায়না করার জন্য ৬(ক)(১) নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;





চলমান পাতা-০৪

